দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...অক্ট 20..2006 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জাল সার্টিফিকেটের কারখানার সন্ধান

এক হাজার জাল সার্টিফিকেট ও সরঞ্জামসহ গ্রেফতার ৪

॥ অপূর্ব আলাউদ্দিন ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বোর্ড এবং কারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেট তৈরির একটি কারখানার সন্ধান পাওয়া

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন

(প্রথম পৃঃ পর)

এক হাজার জাল সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেট তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে। র‌্যাব এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত মূলহোতা শেখ রবসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত বাকি তিনজনের নাম হচ্ছে আসলাম, আক্তার ও বাকি।

র‌্যাব জানায়, একটি সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে জাল সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের ব্যবসা করে আসছে এই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার রাত ৮টার দিকে র‌্যাব-২-এর সহকারী পরিচালক (অপারেশন) বাবুল আক্তারের নেতৃত্বে একটি দল মিরপুর ১ নম্বর সেকশনের গ্রিন্স বেকারির সামনে থেকে শেখ রবকে গ্রেফতার করে।

তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মিরপুরের ১৭/১৮,ক টোলারবাগ বাসা থেকে আক্তার হোসেন ও বাকিকে গ্রেফতার করা হয়। আক্তারের স্বীকারোক্তিতে তার বাসায় তল্লাশী চালিয়ে ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, মেরিন একাডেমী ও মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫৬টি জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করে। তাদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা জানায়, লালবাগ এলাকায় তাদের মূল কারখানা। সেই অনুযায়ী র‌্যাব দলটি রাত পৌনে ৩টার দিকে লালবাগের ১৯৮, আমলীগোলার একটি বাসার কক্ষের ভেতর থেকে জাল সার্টিফিকেট প্রস্তুতকারক আসলামকে গ্রেফতার করে।

র‌্যাব দলটি কক্ষের ভেতর তল্লাশি চালিয়ে ৯শ' কপি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রামযুক্ত ২ হাজার ৭শ' ৫০টি জাল সার্টিফিকেট তৈরির কার্তুজ পেপার, একটি কম্পিউটার, একটি কালার প্রিন্টার, দুটি স্ক্যানার, একটি অ্যাম্বুশ মেশিন, একটি নম্বর মেশিনসহ ৮৫টি সিডি উদ্ধার করে।

শেখ রব তার স্বীকারোক্তিতে জানায়, সে ১৯৮৮ সাল থেকে জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে আসছে। এমন কোন সার্টিফিকেট নেই যে, তারা বানাতে পারে না। বিভিন্ন বোর্ড, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা বোর্ড, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন ধরনের জাল সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়। এসব সার্টিফিকেট দেখে কারো সন্দেহ হবে না যে, এগুলো জাল সার্টিফিকেট। নিখুঁতভাবে এসব সার্টিফিকেট বানানোর জন্য কম্পিউটারের সফট্ ওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

জাল সার্টিফিকেটগুলো রাজধানীসহ দেশের বিভিন্নস্থানে বিক্রির জন্য তাদের নিজস্ব লোক রয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও জড়িত আছে বলে রব জানায়। আসলাম হচ্ছে জাল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট তৈরির প্রস্তুতকারক। আক্তার এবং বাকিসহ কয়েকজন রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসব সার্টিফিকেট বিক্রি করে। শিক্ষকরা এসব তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে চড়া দামে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে থাকে। এসব জাল সার্টিফিকেট নিয়ে যে কেউ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিতে পারবে বলে তারা জানায়। অনেকে বর্তমানে এই সার্টিফিকেট দিয়েই বিভিন্ন ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে বলে জানা যায়। তবে এসব সার্টিফিকেট কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যায় না।